জীবনধারণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাহায্য ...

1.1.2. নির্দেশনার সংজ্ঞা (Definition of Guidance)

Jones-এর মতে, "কোনো ব্যক্তির পছন্দকরণে, অভিযোজনে এবং সমস্যাসমাধানে অপর কোনো ব্যক্তির সাহায্য করাই হল নির্দেশনা।" (Guidance is the help given by one person to another in making choices, adjustment and in solving problems.)

Crow এবং *Crow*-এর মতে, "নির্দেশনা হল উপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা যে-কোনো বয়সের একজন ব্যক্তিকে তার নিজের জীবন পরিচালনা করতে, নিজের দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশ করতে, নিজের সিদ্ধান্ত নিতে, নিজের বোঝাকে বহন করতে সাহায্য করার জন্য উপলব্ধ সহায়তা প্রদান।" (Guidance is the assistance made available by

Mr Amit Adhikari

Scanned with CamScanner

1.1.5. নির্দেশনার বৈশিষ্ট্যসমূহ (Features of Guidance)

বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীদের দেওয়া নির্দেশনার সংজ্ঞাগুলি থেকে নির্দেশনার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলিকে তুলে ধরা হল—

- **নির্দেশনা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া (Guidance is a Continuous Process):** জন্ম থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিজীবনের বিকাশের বিভিন্ন স্তরে নির্দেশনা প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়ে থাকে।
- **নির্দেশনার নির্দিষ্ট কোনো বয়স নেই (Guidance has no age limit):** ব্যক্তিজীবনে নির্দেশনার ব্যাপ্তি জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। প্রকৃতপক্ষে শিশু যখন নিজ সম্পর্কে সচেতন হয়, কিছু করার সামর্থ্য যখন তার মধ্যে গড়ে ওঠে, তখন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নির্দেশনার প্রয়োজন। একেবারে শৈশব অবস্থায় ব্যক্তিকে যে পরিচর্যা করা হয় তাকে নির্দেশনার পর্যায়ভুক্ত করা যায় না, কারণ শিশু তখন সম্পূর্ণ অসহায় থাকে। নিজের কোনো কিছু করার সামর্থ্য তার থাকে না। এই ধরনের সহযোগিতাকে নির্দেশনা বলা যায় না, একে Nursing বা পরিচর্যা বলা হয়। নির্দেশনার সময়কাল সারা জীবনব্যাপী হলেও এর রকমফের আছে। একটি শিশুর যে ধরনের নির্দেশনার প্রয়োজন একটি যুবকের তা নয়।

Mr. Amit Adhikari

Scanned with CamScanner

1.1.8. নির্দেশনার পরিধি (Scope of Guidance)

নিম্নে নির্দেশনার পরিধি সম্পর্কে উল্লেখ করা হল—

1. **জীবনের সর্বক্ষেত্রেই নির্দেশনার প্রয়োজন (Guidance is necessary in every sphere of life):** জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই নির্দেশনার প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। কেবলমাত্র শিক্ষা ও বৃত্তির মধ্যে নির্দেশনা সীমাবদ্ধ নয়। শিল্প, ব্যাবসা, রাজনীতি, যুদ্ধ, বিবাহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে এবং শিশু বিকাশে, সামাজিক জীবনে অর্থাৎ যেখানে ব্যক্তির সাহায্য প্রয়োজন হয় এবং সাহায্য করার মতো ব্যক্তি আছে, সেখানেই নির্দেশনার ব্যবহার দেখা যায়। নির্দেশনা এখন বহুমুখী।
2. **নির্দেশনার নির্দিষ্ট কোনো বয়স নেই (No Age Limit of Guidance):** ব্যক্তিজীবনে নির্দেশনার ব্যাপ্তি জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। প্রকৃতপক্ষে শিশু যখন নিজ সম্পর্কে সচেতন হয়, কিছু করার সামর্থ্য যখন তার মধ্যে গড়ে ওঠে, তখন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নির্দেশনার প্রয়োজন। একেবারে শৈশব অবস্থায় ব্যক্তিকে যে পরিচর্যা করা হয় তাকে নির্দেশনার পর্যায়ভুক্ত করা যায় না, কারণ শিশু তখন সম্পূর্ণ অসহায় থাকে। নিজের কোনো কিছু করার সামর্থ্য তার থাকে না। এই ধরনের সহযোগিতাকে নির্দেশনা বলা যায় না, একে Nursing বা পরিচর্যা বলা হয়। নির্দেশনার সময়কাল সারা জীবনব্যাপী হলেও এর রকমফের আছে। একটি শিশুর যে ধরনের নির্দেশনার প্রয়োজন একটি যুবকের তা নয়। আবার যুবা বয়সে নির্দেশনার যা রূপ বয়স্কদের ক্ষেত্রে তা নয়। সমস্যার চরিত্রই নির্দেশনার প্রকৃতি নির্ণয় করে। যেহেতু বয়সভেদে সমস্যার সবরকম মাত্রার পরিবর্তন দেখা যায়, সেইজন্য বয়সভেদে নির্দেশনার রূপও পরিবর্তিত হয়। এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ করা যায় যে, বিভিন্ন কারণে জীবন বিকাশের বিভিন্ন স্তরে বিশেষ সংকট দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ—বয়ঃসন্ধিক্ষণ, বার্ধক্য ইত্যাদি। এইসময়ে বিশেষভাবে বিশেষ ধরনের নির্দেশনার প্রয়োজন, অন্যথায় ব্যক্তিজীবনে নানান অপসংগতি দেখা দিতে পারে।

Scanned with CamScanner

1.1.10. নির্দেশনার গুরুত্ব (Importance of Guidance)

মানুষ যেহেতু সমাজবদ্ধ জীব এবং সমাজে বসবাস করতে গিয়ে তাকে নানাভাবে অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজকর্ম করতে হয় তাই সংগত কারণেই নিজেদের মধ্যে নির্দেশনার একটি সুযোগ সৃষ্টি হয়। সুতরাং সমাজের উপযোগী করে নিজেকে গড়ে তোলার জন্যও নির্দেশনার একটি ভূমিকা আছে। বর্তমানে বিজ্ঞানের অগ্রগতির এই যুগে মানুষের মন-মানসিকতার ও সমাজব্যবস্থার অতি দ্রুত পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে তার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত সামাজিক ও পারিবারিক প্রতিষ্ঠানগুলি সমান তালে তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না। ফলে দেখা দিচ্ছে নানান সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা। এদিকে জনসংখ্যার বৃদ্ধি, বিদ্যালয়ের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাবৃদ্ধি, সব মিলিয়ে নির্দেশনা কার্যক্রম ও তার চাহিদা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

যেসব বিষয়গুলির কথা বিবেচনা করে নির্দেশনার গুরুত্ব অনুভূত হয় সেগুলিকে নিম্নে আলোচনা করা হল—

1. **সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নির্দেশনার গুরুত্ব (Importance of Guidance from Social Perspectives):** সমাজে বসবাসকারী প্রত্যেক সদস্যেরই একটি নিজস্ব ভূমিকা থাকে যা নিজ নিজ অবস্থানে থেকেই মানুষ সেই ভূমিকা পালন করে। বর্তমানে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিবর্তনের ফলে ব্যক্তির ওইসব ভূমিকায় সামগ্রিক পরিবর্তন ঘটে চলেছে। যেমন—যৌথ পরিবারগুলি ভেঙে যাচ্ছে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে আমাদের যোগাযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে, নতুন নতুন শিল্পকারখানা গড়ে উঠছে, মহিলারা বাড়ির বাইরে কাজে যোগ দিচ্ছে, বিদ্যালয়ে ভরতির বয়স ক্রমশ কমে আসছে ইত্যাদি। এই সমস্ত পরিবর্তনের ফলে ব্যক্তির মধ্যে আচার-আচরণে ও মানসিকতায় যে জটিল পরিবর্তন সৃষ্টি হয়েছে তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই পেশাদার নির্দেশনার প্রয়োজন।

2. **মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নির্দেশনার গুরুত্ব (Importance of Guidance from Psychological Perspectives):** শিশুরা যদি তাদের ব্যক্তি, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে সার্থকভাবে সংগতিবিধান করতে পারে এবং তৃপ্তি পায় তবে বড়ো হয়েও তারা যে-কোনো কাজে খুব সহজেই খাপ খাইয়ে নিতে পারবে। শিশুদের বাড়ন্তকালে তাদের বিশ্বাস, অভ্যাস, মননশীলতা, দায়িত্বজ্ঞান, সামাজিক মূল্যবোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও

Mr. Amit Adhikari

Scanned with CamScanner

নির্দেশনায় অনুসৃত নীতিসমূহ [Principles followed by guidance]

নির্দেশনাদান পরিসেবা কতকগুলি মৌলিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ওইগুলি হল—

[i] স্বাধীনতার নীতি [Principle of freedom]

নির্দেশনা কর্মসূচি চলাকালীন ব্যক্তির স্বাধীন মতামতকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। ব্যক্তি যাতে স্বচ্ছন্দে তার বক্তব্যগুলি প্রকাশ করতে পারে তার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়। সর্বোপরি, ব্যক্তিকে তার সমস্যাসমাধানের জন্য যেসব পরামর্শ দেওয়া হয় তা গ্রহণ করা বা বর্জন করার পুরো স্বাধীনতা ব্যক্তির রয়েছে। নির্দেশনাদাতা কোনোভাবেই ওই পরামর্শগুলি ব্যক্তির উপর জোর করে চাপিয়ে দেবেন না।

[ii] ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নীতি [Principle of individual difference]

প্রতিটি ব্যক্তির আগ্রহ, চাহিদা, ক্ষমতা ও প্রবণতা বিভিন্ন। ব্যক্তির এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে শনাক্ত করতে না পারলে নির্দেশনাদানের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। তাই নির্দেশনাদান প্রক্রিয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন।

[iii] চাহিদার নীতি [Principle of needs]

নির্দেশনার মূল উদ্দেশ্যই হল ব্যক্তির চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটানো। চাহিদার অতৃপ্ততা ব্যক্তিসত্তার বিকাশের পথে একটি অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। সেইজন্য নির্দেশনার যাবতীয় কর্মসূচি ব্যক্তির চাহিদাকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হয়।

[iv] পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার নীতি [Principles of mutual interaction]

নির্দেশনাদান একটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া। নির্দেশনাদাতা ও নির্দেশনা গ্রহীতার পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রক্রিয়াটি অগ্রসর হয় এবং উভয়ের সম্মতিক্রমে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। নির্দেশনাদাতা কখনোই এককভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না।

[v] নিরপেক্ষতার নীতি [Principle of impartiality]

নির্দেশনাদান পরিসেবা নির্দেশনাদাতা-কেন্দ্রিক নয়। পারস্পরিক আলাপ-আলোচনায় যে সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয় তাতে নির্দেশনাদাতার ব্যক্তিগত অভিমতের

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

2.1.1. শিক্ষামূলক নির্দেশনার অর্থ
(Meaning of Educational Guidance)

যে নির্দেশনা ব্যক্তিকে তাঁর শিক্ষাজগতের সঙ্গে অভিযোজনে সাহায্য করে থাকে তাকে শিক্ষামূলক নির্দেশনা বলা হয়। অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো শিক্ষাক্ষেত্রও ক্রমশ জটিল হয়ে পড়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে এমন অনেক রকম সমস্যা দেখা দিচ্ছে যা শিক্ষার্থীর পক্ষে সমাধান করা সম্ভব হচ্ছে না। এই ধরনের সমস্যাসমাধানের ক্ষেত্রে শিক্ষামূলক নির্দেশনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। অন্যভাবে বললে বলা যায় যে, শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য এবং তাদের শিক্ষামূলক প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ তৃপ্তিদানের জন্য যে নির্দেশনা দেওয়া হয় তাকেই সাধারণভাবে শিক্ষামূলক নির্দেশনা বলা হয়ে থাকে।

শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের নিজস্ব ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে অবগত হওয়ার দ্বারা শিক্ষা সম্পর্কিত সমস্যাগুলিকে সঠিকভাবে সমাধানের জন্য যে ধরনের নির্দেশনা আমাদের সাহায্য করে থাকে তাকে আমরা শিক্ষামূলক নির্দেশনা বলে থাকি।

শিক্ষামূলক নির্দেশনা ব্যক্তিদের চাহিদা এবং পরিবেশগত বিষয়গুলির উপর ভিত্তি করে একটি পরিসেবামূলক প্রোগ্রাম রচনা করে থাকে, যার দ্বারা ব্যক্তি নিজস্ব সমস্যা সম্পর্কে অবগত হতে পারে এবং সমস্যাসমাধানের জন্য নির্দিষ্ট পরিবেশ রচনা করে থাকে।

শিক্ষামূলক নির্দেশনা হল সর্বোত্তম শিক্ষাগত বিকাশে উন্নীত হতে শিক্ষার্থীদের সহায়তামূলক একটি প্রক্রিয়া। এটি এক ধরনের দিক্‌নির্দেশনা করে থাকে যা শুধুমাত্র শিক্ষার্থীদের জন্য প্রযোজ্য। শিক্ষামূলক নির্দেশনা শিক্ষার্থীদের সঠিক বিষয় পছন্দ করতে সহায়তা করে, পাশাপাশি বিদ্যালয় পরিবেশে সঠিকভাবে অভিযোজিত হতেও এই ধরনের নির্দেশনা সাহায্য করে থাকে।

Scanned with CamScanner

2.1.4. শিক্ষামূলক নির্দেশনার উদ্দেশ্যসমূহ
(Objectives of Educational Guidance)

শিক্ষামূলক নির্দেশনার উদ্দেশ্যগুলিকে নিম্নে আলোচনা করা হল—

- শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত অগ্রগতিকে নিরীক্ষণ করা।
- নির্ধারিত পাঠক্রমের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করানো।
- শিক্ষাগত দিক দিয়ে প্রতিভাধর, পশ্চাৎপদ, সৃজনশীল এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করা।
- উচ্চতর শিক্ষা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের তথ্যসরবরাহ করা।
- শিক্ষার্থীদের শিখন সম্পর্কিত সমস্যাগুলি নির্ণয় করতে এবং সঠিকভাবে সমাধান করতে সহায়তা করা।
- শিক্ষার্থীকে তার সক্ষমতা সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা।
- শিক্ষার্থীদের শিক্ষাসংক্রান্ত অভিজ্ঞতা অর্জনে সাহায্য করা।
- স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিক্ষার্থীকে সমস্যার সমাধান করার দক্ষতা বিকাশে সাহায্য করা।
- শিক্ষার্থীকে তার প্রতিভাকে অনুধাবন করতে এবং ব্যবহার করতে সহায়তা করা।

Mr. Amit Adhikari

Scanned with CamScanner

2.2.9. বৃত্তিমূলক নির্দেশনার গুরুত্ব (Importance of Vocational Guidance)

বৃত্তিমূলক নির্দেশনার গুরুত্বগুলিকে নিম্নে বর্ণনা করা হল—

- **অভিযোজনের ক্ষেত্রে (For Adjustment):** বৃত্তিমূলক নির্দেশনা ব্যক্তিকে তাঁর বৃত্তির সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন পরিস্থিতিতে অভিযোজনে সহায়তা করে থাকে। এই প্রক্রিয়া বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে মোকাবিলা করতে সাহায্য করে থাকে।
- **মূল্যায়নের ক্ষেত্রে (For Evaluation):** ব্যক্তির আগ্রহ, চাহিদা, সামর্থ্য ইত্যাদি উপাদানগুলিকে সঠিকভাবে মূল্যায়নের দ্বারা ব্যক্তিকে তার উপযুক্ত সঠিক বৃত্তি নির্বাচনে সাহায্য করে থাকে।
- **মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে (For Preserving Mental Health):** ভুল বৃত্তি নির্বাচন ব্যক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব, চাপ, নিরাশা ইত্যাদির জন্ম দেয়। ফলে ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্য তীব্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু বৃত্তিমূলক নির্দেশনা ব্যক্তিকে সঠিক বৃত্তি বা পেশা নির্বাচনে সহায়তা করে থাকে ফলে ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষিত হয়।
- **অপসংগতি দূর করার ক্ষেত্রে (For Removal of Maladjustment):** বৃত্তি নির্বাচনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অপসংগতিমূলক আচরণ লক্ষ করা যায়। বৃত্তিমূলক নির্দেশনা ব্যক্তিকে যথাসময়ে এই অপসংগতি থেকে রক্ষা করে থাকে।
- **অভ্যন্তরীণ শক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে (For Using Internal Power):** ব্যক্তি তখনই তার অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিপূর্ণ ব্যবহার করে থাকে যখন সে তার চাহিদা

Scanned with CamScanner

2.2.1. বৃত্তিমূলক নির্দেশনার অর্থ (Meaning of Vocational Guidance)

যে নির্দেশনা কোনো বৃত্তি নির্বাচনে অথবা কোনো নির্দিষ্ট বৃত্তির জন্য প্রস্তুতিতে শিক্ষার্থীকে সহায়তা দেয় তাকে বৃত্তি নির্দেশনা বলে। বৃত্তিমূলক নির্দেশনা বলতে বোঝায় এমন একটি প্রক্রিয়া যা ব্যক্তিকে তার বৃত্তি পছন্দ, পরিকল্পনা ও তার সঙ্গে সংগতিবিধানের জন্য এবং সেই সম্পর্কিত সমস্যাগুলির সঙ্গে মোকাবিলায় সাহায্য করে। বর্তমানে বৃত্তি নির্দেশনার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে বৃত্তি নির্দেশনা বলতে সেইসব কাজকে বোঝায় যার দ্বারা পরামর্শদাতা শিক্ষার্থীকে তার বৃত্তি জীবনের উন্নয়নে উদ্দীপিত করেন এবং এই উন্নয়ন যাতে সহজে সম্পন্ন হয় সে বিষয়ে পরামর্শ দেন, ফলে শিক্ষার্থী তার বৃত্তি জীবনের উন্নয়নে সারাজীবন কাজ করে যেতে পারে।

বৃত্তিমূলক নির্দেশনা একটি উপযুক্ত পেশা বা বৃত্তি নির্বাচন এবং সেই অনুযায়ী নিজেকে প্রস্তুত করার জন্য শিক্ষার্থীদের তথ্য প্রদান করে সহায়তা করে থাকে। এটি প্রাথমিকভাবে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার সঙ্গে জড়িত সিদ্ধান্ত এবং পছন্দগুলি তৈরি করতে এবং সন্তোষজনক সমন্বয় কার্যকর করতে সাহায্য করে থাকে। বৃত্তিমূলক নির্দেশনা বৃত্তি সংক্রান্ত সমস্যাসমাধানে একজন ব্যক্তিকে সহায়তা করে থাকে।

Scanned with CamScanner